নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৭)

দেশে-বিদেশে বিদ্যাসাগর

১৮৬৪ সালে ফ্রান্সের একটি বইয়ের দোকানে বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বই সাজানো রয়েছে দেখে খুব আশ্চর্য এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমি দোকানদারকে বলেছি যে, এই লেখক (বিদ্যাসাগর) আমার পরম বন্ধু।' এর দু'বছর পর লন্ডন থেকে আরেকটি চিঠিতে লণ্ডন থেকে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন, 'তোমার কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের কানে এসেছে এবং এখানকার 'স্যাটার্ডে রিভিউ' (১৮৫৫-১৯৩৮ পর্যন্ত প্রকাশিত লন্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক)-এর আলোচনায় তোমাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।' বিদ্যাসাগরকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে মাইকেল লিখেছেন, 'ডাক্তার গোল্ডস্টাকার একজন সত্যিকারের সংস্কৃত পণ্ডিত। নামে তোমাকে সে ভাল করে চেনে। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে এবং তোমাকে নিয়ে তাঁর সাথে আমার প্রচুর আলোচনা হয়েছে।'

বস্তুত, বিধবাবিবাহ আইন পাস (১৮৫৬), শিক্ষাসংস্কার, জেলায় জেলায় স্কুল স্থাপন ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে দাঁড় করানো— প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনকালেই সুখ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে যে নবজাগ্রত চিন্তা তথা পার্থিব মানবতাবাদী জীবনবোধ বিদ্যাসাগরের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে দুর্দম ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার প্রখর উজ্জ্বলতায় আলোকিত এবং আন্দোলিত হয়েছে শুধু বাংলা-বিহার-ওড়িশা নয়, দেশের অন্যান্য প্রদেশও। এমনকি তৎকালীন ইউরোপের বিদ্বৎমহলেও তিনি বিশেষ ভাবে আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন আসামে অতি দ্রুত গতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আসামের এক ঝাঁক শিক্ষিত তরুণ বিদ্যাসাগরের পথে অসমীয়া সমাজের অন্ধতা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র বড়ুয়া, গুণাভিরাম বড়ুয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া প্রমুখ। হেমচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৩৭-'৯৭) একজন বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী। এক শিশু কন্যাসন্তানকে রেখে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত (১৮৬৫) হওয়ার পর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে আবার বিবাহ করতে বলেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক। পুরুষরা একাধিক বিবাহ করবে, এর মধ্যে আশ্চর্য কিছু ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাসূত্রে আসামে একটি নতুন ব্যাপার ঘটল। হেমচন্দ্র প্রকাশ্যে যুক্তি তুললেন, যদি পুরুষের একাধিক বিবাহ করার অধিকার থাকে, তাহলে নারীর কেন সে অধিকার থাকবে না? সাথে সাথে সমাজপতিরা আক্রমণ করল তাঁর বক্তব্যকে। হেমচন্দ্র শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, শাস্ত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা আছে। একই সাথে অসমীয়া ভাষাকে সংগঠিত করা এবং শিশু-কিশোরদের জন্য প্রাথমিক বইপত্র লেখারও সূচনা করেন।

আসামের আরেকজন বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী গুণাভিরাম বড়ুয়া (১৮৩৭-'৯৪)। তিনি কলকাতায় পড়াশুনা করতে এলে প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এবং তাঁর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাভাবনার সংস্পর্শে আসেন। ১৮৫৬ সালের ৭

ছবি ঃ তামিল ভাষায় প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর জীবনী'

ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুণাভিরাম। আসামে ফিরে গিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের উন্নততর জীবনবোধের আদর্শ প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিধবাবিবাহের সপক্ষে লেখালিখি শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি অসমীয়া ভাষা এবং সাহিত্যে আধুনিকতার ভিতও রচনা করেন। তিনি 'অরুণোদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'বিধবা বিবাহ' শিরোনামে লিখতে থাকেন। তাঁর 'রাম নবমী' (১৮৫৮) নাটকে তিনি 'রাম' এবং 'নবমী' চরিত্রদুটিকে কেন্দ্র করে বাল্যবিধবার যন্ত্রণা, তাদের ওপর সমাজের নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি তুলে ধরেন। তাঁর এই ভূমিকার কারণে অচিরেই আসামের রক্ষণশীল সমাজপতিরা যথারীতি তাঁকে বাধা দিতে শুরু করেন। কিন্তু বাধা অতিক্রম করে তিনি কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তীকালে নিজেও বিধবাবিবাহ করেন।

আধুনিক ওড়িয়া কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮) এবং প্রখ্যাত হিন্দি কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-'৮৫) বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফকিরমোহন তাঁর 'আত্মজীবনচরিত'-এ বিদ্যাসাগরকে 'মহাত্মা' সম্বোধন করে খুবই আবেগঘন ভাষায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি যখন একসময় হতাশ এবং বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন তখন বিদ্যাসাগরের সহৃদয় সহায়তা ও ভালবাসায় অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালে ফকিরমোহন বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ওড়িয়াতে অনুবাদ করেন। তিনি ওড়িয়া সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের ব্যথা-যন্ত্রণা তুলে ধরেন। এর দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই বিদ্যাসাগরের বহু গ্রন্থ ওড়িয়াতে অনুবাদ করেছেন। ১৮৯৮ সালে ফকিরমোহন লেখেন 'রেবতী'। এই গল্পে কোমল শৈলীতে সমাজ-অভ্যন্তরে নারীশিক্ষার আকুতি সৃষ্টি করেন তিনি। তার সাথে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ নারীকে কী মর্মান্তিক অবহেলার চোখে দেখে, তাও তুলে ধরেন। গল্পের দশ বছরের মেয়ে 'রেবতী' ওড়িয়া সমাজে আজও একটা প্রতীকে পরিণত হয়ে আছে। নারীশিক্ষা বা অবহেলিত নারীর কথা এলেই লোকে 'রেবতী' নামটা ব্যবহার করে। এই প্রতীক ব্যবহার করে ওড়িয়া ভাষায় অসংখ্য গল্প লেখা হয়েছে। নন্দকিশোর বালা (১৮৭৫-১৯২৮)-এর 'কনকলতা' (১৯২৫) উপন্যাস থেকে বোঝা যায়, সে সময় ওড়িয়া তরুণদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কী গভীর প্রভাব পড়েছিল। এই উপন্যাসে এক চরিত্রের সংলাপে নন্দকিশোর আক্ষেপ ব্যক্ত করে লিখেছেন, "ওড়িশাতে কি একজন বিদ্যাসাগর জন্ম নেবে না!" এই উপন্যাস পড়ে সেদিন অনেকে বিধবাবিবাহের সমর্থক হয়েছিলেন।

গুজরাটের বি এম মালাবারি (১৮৫৩-১৯১২) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। ১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি প্রকাশ করেন 'Notes on Infant Marriage and Enforced Widowhood'। বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি রক্ষণশীলদের যাবতীয় কুযুক্তির তীব্র প্রতিরোধ করেন এবং আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার পক্ষে লড়াই চালান। এছাড়া, রমনলাল সোনি (১৯০৮-২০০৬) বিদ্যাসাগরের বই বাংলা থেকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। প্রসঙ্গত, রমনলাল স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩২ সালে জেলে গিয়ে বাংলা শেখেন। পরবর্তীকালে বেশ কিছু বাংলা সাহিত্য, বিশেষত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', গুজরাটিতে অনুবাদ করেছেন। কলার্থী মুকুল ১৮৭৬ সালে গুজরাটি ভাষায় বিদ্যাসাগরের জীবনীও লিখেছেন। গুজরাটিতে প্রায় দশটি জীবনী আছে তাঁর।

'মহারাষ্ট্রের বিদ্যাসাগর' হিসাবে পরিচিত বিষ্ণু পরশুরাম পণ্ডিত (১৮২৭-'৭৬)। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক বই মারাঠিতে অনুবাদ করেন ১৮৬৫ সালে। বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি একটি সংগঠনও তৈরি করেন। নিজেও বিধবা কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছাড়াও মহারাষ্ট্রে আরও কয়েকজন বিদ্যাসাগরের প্রভাবে সমাজসংস্কারের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরাও ফুলে, গোপালহরি দেশমুখ, এম জি রানাডে প্রমুখ। নারীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-'৯০) মহারাষ্ট্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সাহসী উদ্যোগেই ১৮৬৪ সালে মহারাষ্ট্রে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। গোপালহরি দেশমুখ (১৮২৩-'৯২) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালিখি করেছেন। এম জি রানাডে (১৮৪২-১৯০১) স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮৬১ সালে মহারাষ্ট্রে একটি সংগঠন (উইডো ম্যারেজ অ্যাসোসিয়েশন) তৈরি হয়েছিল। এতে রানাডের ভূমিকা ছিল। এই সংগঠনকে ভিত্তি করে বিধবাবিবাহের পক্ষে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল। এছাড়া, বালকৃষ্ণ লক্ষ্মণ বাপট-এর 'বিধবাবিবাহ খণ্ডন' ও কৃষ্ণ প্রভাকরের 'পুনর্বিবাহ নিষেধ' বই দুটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর' নামে পরিচিত কান্দুকুরি বীরসালিঙ্গম (১৮৪৮-১৯১৯)। তিনি ১৮৭৬ সাল থেকে 'বিবেক বর্ধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে মূলত নারীশিক্ষা ও বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য লেখালিখি শুরু করেন। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁকে বাধা দিতে গেলে তিনি বিদ্যাসাগরের মতোই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে লড়াই চালান। ১৮৮০ সালে তিনি 'উইডো রিম্যারেজ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে তাঁর সদস্যদের গোটা অন্ধ্রপ্রদেশে ছড়িয়ে দেন। তাদের কাছ ছিল যুবকদের আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা, বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত তৈরি করা। সে সময়ে একাজ ওখানে বাংলার মতোই মারাত্মক কঠিন ছিল। বীরসালিঙ্গমের লাগাতার লড়াইয়ের পর ১৮৮১ সালের ১১ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, তামিলনাড়ুতে এম ভি ভেঙ্কটরাম (১৯২০-২০০০) বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখেন তামিল ভাষায়। জানা গেছে, ব্যাঙ্গালোরের বি ভেঙ্কটচারিয়া নামে জনৈক ব্যক্তি পোস্টকার্ড চালাচালি করে বিদ্যাসাগরের কাজ থেকে বাংলা শিখতেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাসাগরকে 'অনারারি ফেলো' মনোনীত করেছিল ১৮৮৩ সালে। পরবর্তী কালে ইংরেজি সহ উর্দু হিন্দি মারাঠি কন্নড় মলয়লাম ওড়িয়া পাঞ্জাবি তামিল তেলেগু ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বহু বইপত্র লেখা হয়েছে।

ইউরোপে বিদ্যাসাগরের চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল একটি জার্মান ভাষার পত্রিকা। তাঁর ১৭টি বইয়ের পর্যালোচনার জন্য ১৮৬৫ সালে ওই পত্রিকায় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কৃতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখক ভাষা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য মুন্সিয়ানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এর আগের বছরই জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি তাঁকে 'অনারারি ফেলো' নির্বাচিত করে। ওই বছরই লন্ডনের 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'ও বিদ্যাসাগরকে 'অনারারি মেম্বার' মনোনীত করে। (চলবে)

পড়ে রয়েছে ধান, 'কাগজে'র লাইনে চাষিরা

জলপাইগুড়ি ঃ কাগজ ঠিক থাকলে তবে তো পেটের ভাত! জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের চাষিদের এখন এটাই মনের কথা। তাই সরকারি চাল বিক্রয় কেন্দ্রে তাঁরা আসছেন তারিখ বদলাতে। একবার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে গিয়েছেন। তারপরে একাধিক বার শহর লাগোয়া ঘুঘুডাঙা পঞ্চায়েত অফিসে চক্কর কেটে ফেলেছেন তাঁদের অনেকে। প্রায় সকলেরই একটাই অনুরোধ, দিনটা বদলে দিন। কেন? সরকারি কাগজপত্র ঠিক করতে লাইন দিতে হবে। এখন ধান বেচার সময় কই!

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এ ভাবেই ছাপ ফেলেছে রুজি-রোজগারে। তাঁদের কারও কারও কথায়, "এই যে এত দিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধান চাষ করলাম, এখন তো তা বেচার সময় পাচ্ছি না, ঝাড়াই-মাড়াই করে সে ধান এখন বস্তাবন্দি। আপাতত তা-ই থাক।" সকাল থেকে চাষির বাড়ির লোকজন তাই লাইন দিয়েছেন। কেউ লাইন দিয়েছেন আধার কার্ড সংশোধনে, কেউ বা জমির কাগজ নিয়ে ভূমি দফতরে। ফল? সদর ব্লকের ধান ক্রয়কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানান, গত বছর যেখানে এক এক দিনে চার থেকে পাঁচশো কুইন্ট্যাল ধান এসেছিল, সেখানে এ বারে এসেছে দিনে গড়ে একশো কুইন্ট্যাল। ক্রয়কেন্দ্রের আরেক আধিকারিক দীপ বিশ্বাস বলেন, "এখনও সে ভাবে ধান আসছে না। উল্টে অনেকেই এসে বিক্রির তারিখ পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।" ঘুঘুডাঙার ধান বিক্রির সেই কেন্দ্রে এখন বস্তা বইতে আসা শ্রমিকেরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে তাস খেলছেন। সামনে মাঠের মাঝে পঁচিশ-তিরিশটা বস্তা সাজিয়ে রাখা। কয়েকটা ঘুঘু ধান খুঁটে খাচ্ছে। প্রশ্ন শুনে তাস থেকে মুখ তুলে গৌরাঙ্গ রায় বললেন, "সবাই কাগজ বানাতে গিয়েছে। ধান বিক্রির সময় কোথায়!"

— আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮.১২.২০২০

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কলকাতায় মহিলারা

একের পাতার পর

মৃত্যুদিবসে ধর্মতলায় স্থাপিত তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। এত বিশাল সমাগমের স্থান হওয়া রামলীলা পার্কে সম্ভব নয়। ফলে পার্ক ছাপিয়ে ফুটপাত ও রাস্তার সিংহভাগ জুড়ে মহিলাদের ভিড়। বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটকর ছিলেন এই সমাবেশের উদ্বোধক। সমগ্র জনতাকে উদ্বুদ্ধকরে তিনি বলেন, "সারা দেশ জুড়ে আক্রান্ত ও অত্যাচারিত মহিলাদের জন্য অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন যে আন্দোলন করছে তার জন্য এই সংগঠনকে প্রথমেই আমি অভিনন্দন জানাই। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে প্রতিবাদী মহিলাদের উপর যখন ভয়ংকর আক্রমণ হয়েছিল তখনও আপনারা প্রতিবাদ করেছিলেন। নারীশক্তি যখন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তখন তাতে নতুন রোশনাই লাগে।" তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে প্রধানমন্ত্রী নিজের শিক্ষার সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন না, তিনি দেশবাসীর কাছে নাগরিকের কাগজ চাইছেন কী করে? উপস্থিত মহিলাদের সাথে গলা মিলিয়ে তিনি আওয়াজ তোলেন 'আমরা কাগজ দেখাব না'। এনআরসি, সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

নরেন্দ্র মোদি ৩১ শতাংশ মানুষের ভোটে জিতে এসে কীভাবে ৯০ শতাংশ মানুষের ঘৃণা কুড়াচ্ছেন সেকথা উল্লেখ করে বলেন "আপনারা স্লোগান তুলুন ধর্ম নিয়ে গুন্ডামি করা চলবে না। এমন জোরে স্লোগান তুলুন যেন তা কাল সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে যায়।" সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুকে। তিনি বলেন, "একদল মানুষ আছেন যারা রাজনীতি থেকে ভাল মানুষদের দূরে থাকার উপদেশ দেন। তাদের কথা মানলে জনগণকে অসৎ দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাও আসলে এক ধরনের রাজনীতি। যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে যেভাবে অবদমিত রেখেছে, তাকে ভেঙে যে রাজনীতি নারীর সত্যিকারের সমানাধিকারের দাবিতে লড়াই করার দিশা দেখাচ্ছে তাকে শক্তিশালী করুন।" তিনি আরও বলেন "নারী স্বাধীনতার জন্য দেশে যে লড়াই চলছে তাকে দুর্বল করার জন্যই বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করতে চাইছে। অন্য দিকে কংগ্রেস নরম হিন্দুত্বের আড়ালে একই কাজ করছে। দেশে যতদিন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বহাল থাকবে ততদিন এ জিনিস চলবে। তাই এআইএমএসএস-এর আন্দোলনকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে।"

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেড সীমা দত্ত। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড কেয়া দে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী।

এনআরসি, সিএএ-এর প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন ও গৃহীত হয়। প্রায় এক হাজার জনের উপস্থিতিতে ২২-২৩ জানুয়ারি প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া শরৎ সদনে। মূল প্রস্তাব ছাড়াও সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রতিবাদে এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের বঞ্চনা নিয়ে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের সংবিধান নিয়েও আলোচনা করেন প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলনে সভাপতি পদে কমরেড কেয়া দে ও সম্পাদক পদে কমরেড ছবি মহান্তি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশনে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নারী আন্দোলন সম্পর্কে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ব্রাজিল প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণের নিন্দা

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে দিল্লির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোকে আমন্ত্রণ জানানোর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে নিন্দা করল এআইএমএসএস। প্রতিনিধি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২৩ জানুয়ারি একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হয়, 'নারী বিদ্বেষী বলে পরিচিত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানানোর আমরা নিন্দা করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক এই আমন্ত্রণ সকল ভারতবাসী, বিশেষত মহিলাদের প্রতি অসম্মান।'

মহান লেনিন স্মরণে

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের রূপকার, মহান কমরেড লেনিন স্মরণ দিবসে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় অফিসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। ২১ জানুয়ারি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র ২১তম
সর্বভারতীয় সম্মেলন

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশ্য সমাবেশ

১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা, কোহিনুর ময়দান
সভাপতি ঃ কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, সর্বভারতীয় সভাপতি
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড শংকর সাহা, সাধারণ সম্পাদক
বক্তা ঃ কমরেড সত্যবান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কমরেড শংকর দাশগুপ্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কমরেড রবীন সমাজপতি, রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি), ঝাড়খণ্ড

প্রতিনিধি সম্মেলন

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি
প্রধান অতিথি— কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক এস ইউ সি আই (সি)

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে ২০ জানুয়ারি মানববন্ধন

বাঁকুড়া

কলাবাগান, কলকাতা

সল্ট লেক, কলকাতা

আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

ঢাকুরিয়া, কলকাতা

শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com